বাজায় যে একতারা

ড. সুতপা সাহা

Pritam Katham

বাজায় যে একতারা

ড. সুতপা সাহা

মন্দাক্রান্তা

৬ কলেজ রো ● কলকাতা ৭০০০০৯

Pritam Katham

BAJAYE JE AKTARA
by Dr. Sutapa Saha
Publisher : MANDAKRANTA
6 College Row, Kolkata 700009
Phone : 09330831468
Published on : February 2022
Price : Rs. 300.00

ISBN : 978-93-84230-72-2

গ্রন্থস্বত্ব : সূর্যতপা দে

প্রচ্ছদ : ইনহাউস

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২২

৩০০.০০

শুভ্রাংশু কুমার জানা কর্তৃক মন্দাক্রান্তা ৬ কলেজ রো কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং মা শিতলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৩ শশীভূষণ দে স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০১২ থেকে মুদ্রিত।

সূচি

সঙ্গীতপ্রতিভার উন্মেষপর্ব	৯
গীতিনাট্য বাল্মীকিপ্রতিভা	৪০
রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্যচর্চা	৭৮
রবীন্দ্রকাব্য রচনার উন্মেষপর্ব	৮৮
রবীন্দ্রকাব্যে ঐশ্বর্যের সূচনা : 'মানসী'	১০৩
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রবন্ধগুলির সংকলন ও সারমর্ম	১০৫
একতারাতে একটি যে তার আপন মনে সেইটি বাজা	১১২
রবীন্দ্রসংগীতে কথা ও সুর : নান্দনিক মিলনের সূত্রসন্ধান	১২১

সঙ্গীতপ্রতিভার উন্মেষপর্ব

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"অসীমের উপলব্ধিতেই সঙ্গীত, অসীমের উপলব্ধিতেই আমরা সৃষ্টিকর্তা। সঙ্গীত আমাদের অমৃতস্বরূপকে প্রকাশ করে, মানুষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির জগৎই হল সঙ্গীতের জগৎ। ঐহিক জগতের সুখদুঃখ বিরহমিলন ও হাসিকান্নার অজস্র অনুভূতি কণ্ঠের আবেগে ও সুরের মূর্ছনায় আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। তাই অনুভূতি ও উপলব্ধির রসেই সঙ্গীতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। 'ভাষার যেখানে শেষ, গানের সেখানে শুরু।' তাই বাণী ও সুরের সার্থক সমন্বয়ের মধ্যেই সঙ্গীতের সার্থক রূপটি ফুটে ওঠে।"

রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম পর্যায় সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে প্রথম পর্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনা প্রায় অপরিহার্য। কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীতে কথার প্রাধান্য অস্বীকার করা যায় না। সুর ও ছন্দে গ্রথিত হলেও কথার প্রাধান্য থাকায় রবীন্দ্রনাথের গানের পাঠযোগ্যতাও অসামান্য। উন্মেষপর্বের রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনা করতে গিয়ে উন্মেষপর্বের রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণই আমাদের লক্ষ্য—তাল লয় বা রাগরাগিণী সংক্রান্ত সঙ্গীতের তত্ত্ববিষয়ক আলোচনার অবকাশ এখানে নেই।[১]

আমাদের দেশের সঙ্গীতে অন্তরের গভীর বেদনা যেন আনন্দের রসে সঞ্জীবিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সমস্ত মানবজীবন যে 'অনন্তের রাগিণীতে বাঁধা একটি সঙ্গীত' এ সত্য, সত্যদ্রষ্টা বৈদিক ঋষিরা ধ্যান ও তপস্যার দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ভারতীয় সঙ্গীতের মূল সুর হল বিষাদ ও বৈরাগ্যের এক অনির্বচনীয় আনন্দের সুর। ভারতীয় সঙ্গীতের অসীমের সুর রবীন্দ্রসঙ্গীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ভারতীয় সঙ্গীতের এই আনন্দরূপটির বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"সঙ্গীত মানবের সেই, আনন্দরূপ—সে মানবের নিজের অভাবমোচনের অতীত বলেই